আমাদের সময়

তারিখ ... 06 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

৮ জেলার ৮০৭ বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ

আমাদের সময় ডেস্ক ●

টানা বর্ষণ ও উজানের ঢলে পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা, সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এতে উত্তর-পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলোয় গতকাল বন্যা পরিস্থিতির গতকাল আরও অবনতি হয়েছে। প্রতিদিনই তলিয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। বাড়ছে জনদুর্ভোগ। দুর্গত এলাকায় ত্রাণের জন্য চলছে হাহাকার। রোপা আমনের ক্ষেত পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় দিশাহারা হয়ে পড়েছে কৃষক। অন্যদিকে পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় ৮ জেলার ৮০৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে কুড়িগ্রামে ৪০০টি, জামালপুরে ১৫০, বগুড়ায় ১০৬, রংপুরে ৫০, গাইবান্ধায় ৫০, সিরাজগঞ্জে ৪০, লালমনিরহাটে ৭ ও ফরিদপুরে ৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। এসব জেলায় বন্যা পরিস্থিতির প্রতিদিনই অবনতি হচ্ছে।

এদিকে শনিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। শনিবার সকালে অধিদপ্তরের এক পূর্বাভাসে এ কথা বলা হয়।

শনিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, উল্লিখিত সময়ে রংপুর ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

৮ জেলার ৮০৭ বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

গাইবান্ধা : বন্যার পানির তোড়ে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জের নুরুল্লার বাঁধসহ নাকাইহাট হয়ে গোবিন্দগঞ্জ-গাইবান্ধা সড়কের ধর্মপুর এলাকায় প্রায় ৩০ ফুট পাকা রাস্তা বিলীন হয়ে গেছে। বন্ধ রয়েছে গোবিন্দগঞ্জ-গাইবান্ধা সরাসরি সড়ক যোগাযোগ। বন্যার পানি প্রবেশ করায় উপজেলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের অর্ধশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

ফরিদপুর : গত ১২ ঘণ্টায় পদ্মা নদীর পানি পাঁচ সেন্টিমিটার বেড়ে এখন বিপদসীমার ৩৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সদর, চরভদ্রাসন ও সদরপুর উপজেলার নিম্নাঞ্চলের ১০টি ইউনিয়নের প্রায় ৫০ হাজার মানুষ এখন পানিবন্দি রয়েছে। সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে জেলার চারটি বিদ্যালয়ের পাঠদান।

লালমনিরহাট : উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল আর প্রবল বর্ষণের ফলে লালমনিরহাটের সবগুলো নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় প্লাবিত হয়েছে নুতন নুতন এলাকা। শনিবার ভোর থেকে লালমনিরহাট সদরের কুলাঘাট পয়েন্টে ধরলা নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও হাতীবান্ধার দোয়ানী পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলায় এখনো পানিবন্দি হয়ে আছেন ৯৫টি গ্রামের লাখো মানুষ। জেলার ৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পানি প্রবেশ করায় পাঠদান বন্ধ রয়েছে।

রংপুর : বন্যায় রংপুরে অর্ধশত স্কুলের পাঠদান বন্ধ হয়ে গেছে এবং একটি মাদ্রাসা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা অলস সময় কাটাচ্ছেন। রংপুর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, টানা বর্ষণ ও নদ-নদীর পানি অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় রংপুরে প্রায় ৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পানি উঠেছে। রংপুর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মহিউদ্দিন তালুকদার জানান, বন্যার কারণে বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। দুর্গত এলাকায় দেখা দিয়েছে পানিবাহিত নানা রোগ। কুড়িগ্রামে ৯ উপজেলার ২০০টি মাদ্রাসা ও হাইস্কুল ও নিম্নাঞ্চলের ১৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানি প্রবেশ করায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সূত্রে জানা গেছে। বন্যার পানিতে তলিয়ে আছে রৌমারী, রাজিবপুর, চিলমারী, উলিপুর, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও সদর উপজেলার ৬৬ ইউনিয়নের ৬ শতাধিক গ্রাম। স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় চিলমারী পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্রের পানি ৮ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার ৩৮ সেন্টিমিটার ও ধরলা নদীর পানি ৫ সেন্টিমিটার কমে বিপদসীমার ৪০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নুন খাওয়া পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্রের পানি ৮ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

উলিপুর : কুড়িগ্রামের উলিপুরে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। উপজেলা ত্রাণ অফিস জানায়, টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ফসলি জমি, ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে সাহেবের আলগা গ্রামে আকস্মিক ভাঙনে ২০টি বাড়ি ব্রহ্মপুত্র নদে বিলীন হয়। বন্যাকবলিত ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ রয়েছে।

জামালপুর : সরিষাবাড়ীতে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। যমুনা, ঝিনাই ও সুবর্ণখালী নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসলের মাঠ ডুবে যাওয়ায় দেখা দিয়েছে গো-খাদ্যের সংকট। প্রতিদিন প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। উপজেলা কৃষি ও শিক্ষা কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে, বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় সাড়ে ১৫শ' হেক্টর রোপা-আমন ক্ষেত তলিয়ে গেছে। বন্ধ রয়েছে ২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান।

বগুড়া : বগুড়া জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। প্রতিদিন যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর পানি বাড়ছে। এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছে পাঁচটি উপজেলায় প্রায় এক লাখ মানুষ। গতকাল শনিবার বিকাল ৩টা পর্যন্ত সারিয়াকান্দি পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ৭১ সেন্টিমিটার এবং বাঙ্গালী নদীর পানি বিপদসীমার ৪৪ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। এদিকে বন্যার কারণে ৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১০ উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাস বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে সারিয়াকান্দিতে ৮টি উচ্চবিদ্যালয় ও ৭৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধুনটে ৪টি, শিবগঞ্জে ১টি এবং সোনাতলায় ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২টি উচ্চবিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে।

সিরাজগঞ্জ : যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ পয়েন্ট পানি আবারও বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় এ নদীর পানি ১০ সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার ৭১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সিরাজগঞ্জ পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী সৈয়দ হাসান ইমাম জানান, ভারতের আসামের পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীতে পানি বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে যমুনা নদীতে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। আগামী ২৪ ঘণ্টা পর থেকে পানি কমতে পারে।

এদিকে জেলার ৫টি উপজেলা বন্যাকবলিত হওয়ায় প্রায় ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ আছে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

উল্লাপাড়া : করতোয়া নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে। চরনবিল বেষ্টিত ঊধুনিয়া, বড়পাঙ্গাশী, মোহনপুর ও বাঙ্গালা ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ রয়েছে।